আজকের কাগজ

তারিখ 24 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

"How much বাতাস!" ও কিন্ডার গার্টেন সমাচার

"How much বাতাস!"–ব্যাঙের ছাতার মতো সদ্য গজিয়ে ওঠা একটি কিন্ডার গার্টেনের গেট থেকে বের হয়ে ছোট্ট একটি ছেলে বুক ভরা বাতাস নিয়ে কথাটি বলল। রাস্তায় যখন দুপুরের গরমে প্রাণ অতিষ্ঠ তখন এ কথা শুনে অবাক না হয়ে পারিনি। স্কুলটির চেহারা এরকম– দোতলা বিল্ডিং। ওপর তলায় বাড়ির মালিক সপরিবারে থাকেন। নিচের তলায় কিন্ডার গার্টেন। বাড়িটিতে একই সঙ্গে দু'তিনটি পত্রিকার সাইনবোর্ড ঝুলছে, যা বাস্তবে দেখা খুবই বিরল। মালিক একটি রাজনৈতিক (এটাও সাইনবোর্ড সর্বস্ব) দলেরও প্রতিষ্ঠাতা। বাড়িটিতে আসলে যে কি হয় তা বুঝা দায়।

এ যদি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেহারা হয় তাহলে ব্যাপারটা আতঙ্ক সৃষ্টি করার মতই। এ সকল কিন্ডার গার্টেনের অধিকাংশেই কোনো মাঠ থাকে না শিশুদের খেলাধূলা করার জন্যে। রুমের ভেতর ফ্যান থাকে না, যে বেঞ্চে একজন বসার কথা সেখানে বসানো হয় তিন জনকে। খাঁচায় ভরা মুরগীদের মতো বাচ্চাদের বসানো হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠান ভর্তির সময় এবং বেতন হিসেবে বিপুল অংকের টাকা নিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে এরা বৃত্তি পরীক্ষারও আয়োজন করে। সেখানে উচ্চ হারে পরীক্ষার ফিস নিয়ে সামান্য কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে নামমাত্র অর্থ প্রদান করে।

বাচ্চাদের প্রচুর হোমটাস্ক দেয়া হয় কারণে এবং অকারণে। ক্লাস ওয়ানের ছাত্র ১৩, ১৭, ১৯-এর নামতা মুখস্ত করে কি করবে, বোঝা দায়। যে স্কুল যতো পড়া দেবে সে স্কুল ততো বিখ্যাত! বাংলা, ইংরেজি, ধর্ম, সমাজ, বিজ্ঞান, ড্রইং, ড্রিল–এসব 'ভয়াবহ' পড়ালেখা ও কাজের কারণে তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যার ফলে এদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, অল্পতে রেগে যায়, কারো সঙ্গে মিশতে চায় না। এমনকি কথা পর্যন্ত বলতে চায় না। রোবটের মতো পড়ালেখা করে গেলেও এসব ছেলে-মেয়েদের অধিকাংশেরই পিতা-মাতার সামর্থ্য নেই বিদেশে সন্তানদের পাঠানোর। ফলে এ সকল ছেলে-মেয়েদের এক সময় বাঙলা মাধ্যমে চলে আসতে হয় এবং তখন তারা আবারও বিপর্যস্ত হয়। কারণ, কিন্ডার গার্টেনের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা মাধ্যমের আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকে। ফলে এরা পুরনোকে ভুলতে পারে না, নতুনকে গ্রহণ করতেও পারে না। তাই এ সকল কিন্ডার গার্টেনের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করতে হবে। কিন্ডার গার্টেনে ক্লাস হচ্ছে কিনা, ক্লাসের স্থানের তুলনায় ছাত্র বেশি কিনা, মাঠ আছে কিনা– এ সব ভালো করে দেখতে হবে। অহেতুক অতিরিক্ত পড়া দিলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থাও করতে হবে। তা না হলে এ সকল ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা শেষ করার পর যা পাবে তা "How much বাতাস!" থেকে খুব একটা উন্নত হবে বলে মনে হয় না।

মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান
মিরপুর, ঢাকা।